জ্বালানি সংকট কাগজের চেয়ে বাস্তবে আরো ভয়ঙ্কর

অনিরুদ্ধ ইসলাম

আগের টার্মে সারের দাবিতে বিক্ষুব্ধ কৃষকদের গুলি করে হত্যা করায় পতন ত্বরান্বিত হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সরকারের। রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল। ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিরোধী দলসমূহের আন্দোলন। কিন্তু ঐ সারের প্রশ্ন গ্রামের মানুষের কাছ থেকে চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্ন করেছিল বিএনপির ঐ সরকারকে।

এবার জামায়াতকে সঙ্গে নিয়ে আরও শক্তিশালী খালেদা জিয়া সরকার। সংসদে তার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। নির্বাচন সংস্কারের দাবিতে বিরোধী দলের আন্দোলন রয়েছে মাঠে। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে সরকারের যে ব্যর্থতা বড় হয়ে উঠেছে সেটা হলো, জ্বালানি নিয়ে কেলেঙ্কারি। দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে জ্বালানি সংকটে কৃষকদের মধ্যে হাহাকার। লম্বা লাইন পড়ছে তেলের পাম্প আর জ্বালানির দোকানে। জ্বালানি উপদেষ্টা বলছেন, জ্বালানির কোনো সংকট নেই, সব মিডিয়ার সৃষ্টি। কিন্তু টেলিভিশনের পর্দায় ঐ সংকট এমনই দৃশ্যমান যে, সরকারের শত অস্বীকৃতি কাজে আসছে না। টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যাচ্ছে যে, ডিজেলের কনটেইনার নিয়ে শত শত কৃষক লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। টেলিভিশন রিপোর্টারের জবাবে তারা বলছেন, অপেক্ষা করেও তারা প্রয়োজনীয় ডিজেল পাচ্ছেন না। পাম্প মালিকরা দোষ দিচ্ছেন সরকারের। তারা বলছেন, চাহিদামতো সরবরাহ নেই। তাছাড়া দফায় দফায় সরবরাহ আনতে তাদের পরিবহন খরচ বেড়ে গেছে। তারা বিক্ষোভের ভয়ে কিছু কিছু ডিজেল দিয়ে সবাইকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করছেন। আর সরবরাহ সংকটের এই অজুহাতে দামও তারা বাড়িয়ে নিচ্ছেন। আর তাদের এই দাম বাড়ানোতে সরকারও সম্মতি দিয়েছিল। জ্বালানি মন্ত্রণালয় এই দামের প্রশ্নে এক অদ্ভুতুরে সিদ্ধান্ত দিয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে উত্তরাঞ্চলের কৃষকদের ডিজেল পেতে লিটারপ্রতি এক টাকা বেশি দিতে হতো। জ্বালানি উপদেষ্টা পেট্রোলপাম্প মালিক ও ডিজেল ব্যবসায়ীদের সন্তুষ্ট করতে নিজের মুখেই টেলিভিশনের পর্দায় উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর জন্য এই দাম বাড়াবার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু সংসদে বিরোধী দল এই বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্তের বিষয়ে সরকারকে চেপে ধরলে সরকারের সিনিয়র মন্ত্রী ও বিএনপির মহাসচিব সাংসদকে সাফ জানিয়ে দেন, সরকার এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। তবে সরকার সিদ্ধান্ত নিক বা না নিক সারা দেশে জ্বালানি সংকটের সঙ্গে এই বর্ধিত মূল্য কার্যকর রয়েছে। পাম্প মালিক ও ডিজেল ব্যবসায়ীরা যেখানে যেভাবে পারছে দাম আদায় করছে।

দেশে ডিজেলসহ জ্বালানি মূল্য ও সরবরাহ নিয়ে সংকটের শুরু অর্থমন্ত্রীর কথায়। গত মাসখানেক আগে অর্থমন্ত্রী আইএমএফের এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের কাছে বলেন, দেশের জ্বালানি মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারদরের সঙ্গে সমন্বয় করার জন্য বাড়ানো হবে। অর্থমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরপরই জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনায় দেশের পেট্রোলপাম্পগুলোতে জ্বালানির জন্য লাইন পড়ে। তেল ব্যবসায়ীরা তাদের তেল বিক্রি বন্ধ করে মজুদ করা শুরু করেন। অনেক পেট্রোলপাম্পই বন্ধ রাখা হয়। এই অবস্থায় কালো বাজারে চড়া দামে ডিজেল-পেট্রোল বিক্রি শুরু হয় সারা দেশে। অবস্থা সামাল দিতে কয়েকদিন পরই জ্বালানি উপদেষ্টা জানান, জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে সরকার কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। ফলে অবস্থা আপাতত কিছুটা সহজ হয়ে আসে। কিন্তু এর আগেই জ্বালানি তেলের সরবরাহ নিয়ে যে সংকট সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল তার কোনো সমাধান না হওয়ায় জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা অব্যাহত থাকে।

জানা যায়, সরকার প্রতিবছর ইরি-বোরো মৌসুমকে সামনে রেখে এই সময়কালে দেশের তেল ডিপোগুলোতে বাড়তি তেল সরবরাহ করে। বিশেষ করে দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলায় তেল ডিপোগুলোতে এই সরবরাহ দেয়া হয়। কিন্তু এবার তেল আমদানিতেই সমস্যা সৃষ্টি হয়। কুয়েত থেকে বাংলাদেশের তেল আমদানির ক্ষেত্রে সরবরাহকারী দেশ জানিয়ে দেয়, তাদের নির্ধারিত মূল্যে ঐ তেল আনতে হবে। এ ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয় জ্বালানি মন্ত্রণালয়কে ঐ ঘাটতি মেটাতে ছাড় দিতে রাজি হয়নি। অন্যদিকে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ও আমদানির ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। এ অবস্থায় জ্বালানি সংকট অপরিহার্য হয়ে পড়লে জ্বালানি উপদেষ্টা জানান, দেশে তেলের যে মজুদ আছে সেটা দিয়ে আপাতত চাহিদা মেটানো যাবে। আর কুয়েত থেকে জাহাজ আসতে ১৫ দিন লাগে। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে তেলের সরবরাহ ঠিক রাখা যাবে। কিন্তু অর্থ-মন্ত্রণালয়ে অর্থ ছাড় না হওয়ায় জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের আর কিছু করার থাকেনি। জ্বালানির অভাবে পেট্রোল ডিপোগুলোতে জ্বালানি দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। এর ফলে যুক্ত হয় পরিবহন সমস্যা। যমুনা নদীতে চর পড়ে থাকায় উত্তরাঞ্চলের প্রধান ডিপো বাঘাবাড়ীতে তেল সরবরাহ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ঐ সমস্যা মেটাতে নতুন জেটি নির্মাণে যখন হাত দেয়া হয়, ততদিনে বহু দেরি হয়ে গেছে। ইরি-বোরো মৌসুকে সামনে রেখে শুরু হয় জ্বালানি সংকট। ডিজেল ব্যবসায়ীরাও পরিবহন ভাড়া বেড়ে যাওয়ায় জ্বালানি আমদানি করতে অনীহা প্রকাশ করে। এই অবস্থায় জ্বালানি উপদেষ্টা এবার জ্বালানি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বসে দক্ষিণাঞ্চলের

ডিজেল সংকটে কেবল কৃষিক্ষেত্রে হয়, এবার পরিবহন সংকটও শুরু হয়েছে। রেলকে ডিজেল সংকটের কারণে ১৬টি ট্রেন আকস্মিকভাবে বাতিল করতে হয়েছে। অবশ্য রেল শ্রমিকদের চাপে ঐসব ট্রেন আবার চালু করা হয়েছে। দেশের পেট্রোলপাম্পগুলোতে কৃষকদের দীর্ঘ লাইন। পেট্রোলপাম্প মালিকরা বলছেন, বিদ্যুৎ সংকটের কারণে বিদ্যুৎচালিত পাম্পগুলো ডিজেল ব্যবহার করায় ডিজেলের চাহিদা শতকরা ২০ ভাগ বেড়ে গেছে

ডিপোগুলো থেকে উত্তরাঞ্চলের জন্য তেল সরবরাহের অনুমতি দেন এবং বর্ধিত পরিবহন ভাড়া মেটাতে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর জন্য লিটারপ্রতি ডিজেলের মূল্য ক্রেতা পর্যায়ে এক টাকা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত দেন।

দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর জন্য লিটারপ্রতি ডিজেলের এই এক টাকা মূল্য বৃদ্ধি কেবল বৈষম্যমূলক ছিল না, রীতিমতো অসাংবিধানিক ছিল। জ্বালানি উপদেষ্টার এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহে জ্বালানির মূল্য হঠাৎ বেড়ে যায়। খুব স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে সংসদে ও সংসদের বাইরে এই বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ওঠে। জ্বালানি উপদেষ্টা তাতে না দমে সাংবাদিকদের জানান, কুছপরোয়া নেই। দেশের ডিপোগুলোতে তেলের বন্যা বইয়ে দেয়া হবে।

কিন্তু তার ঐ বন্যা বইয়ে দেবার আগেই সরকারি উচ্চ পর্যায়ের এই সিদ্ধান্ত নাকচ করে দেয়া হয়। সংসদে এলজিআরডি মন্ত্রী বিরোধী দলের উত্তপ্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে জানান, সরকার জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধি করার কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। অবশ্য মানান্ন ভুঁইয়ার বক্তব্যকে অসত্য প্রমাণ করে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক করে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে তেলের মূল্য বৃদ্ধির ঐ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেয়।

ইতিমধ্যে এসব ঘটনার নাটের গুরু অর্থমন্ত্রীও কিছুটা হুঁশে ফেরেন। তিনি এবার সাংবাদিকদের দোষারোপ করে বলেন, জ্বালানির মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করার কথা তিনি বলেছেন। কিন্তু কখন তেলের মূল্য বৃদ্ধি করা হবে তা তিনি বলেননি। অন্যদিকে এবার তিনি পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনকে তেল আমদানির জন্য স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক থেকে ২৫ কোটি ডলার ঋণ নেয়ারও অনুমতি দিয়েছেন। এই ঋণ নিতে গিয়ে কর্পোরেশনকে বেশি সুদ গুনতে হবে।

এভাবেই চলছে জ্বালানির অবস্থা। সংবাদপত্রগুলো দেশের বিভিন্ন স্থানের পরিস্থিতির সরেজমিন রিপোর্টে জানাচ্ছেন, ডিজেল সংকটে কেবল কৃষিক্ষেত্রে হয়, এবার পরিবহন সংকটও শুরু হয়েছে। রেলকে ডিজেল সংকটের কারণে ১৬টি ট্রেন আকস্মিকভাবে বাতিল করতে হয়েছে। অবশ্য রেল শ্রমিকদের চাপে ঐসব ট্রেন আবার চালু করা হয়েছে। দেশের পেট্রোলপাম্পগুলোতে কৃষকদের দীর্ঘ লাইন। পেট্রোলপাম্প মালিকরা বলছেন, বিদ্যুৎ সংকটের কারণে বিদ্যুৎচালিত পাম্পগুলো ডিজেল ব্যবহার করায় ডিজেলের চাহিদা শতকরা ২০ ভাগ বেড়ে গেছে। অন্যদিকে জ্বালানি উপদেষ্টা বলছেন, সরবরাহ ও চাহিদা ঠিকই আছে। দায়ী চোরাচালান। এর জন্য সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে পাচাররোধে কমিটি করে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়ার কথাও তিনি বলেছেন।

কিন্তু মূল গলদ সরকারের ভেতর। বিশেষ করে অর্থমন্ত্রী আইএমএফের কাছ থেকে অর্থ ছাড় করাতে গিয়ে জ্বালানির মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সমন্বয়ের কথা বলেন, তার থেকেই এই সংকটের উৎপত্তি। তিনি পরবর্তীকালে তার মন্তব্য থেকে পিছিয়ে এলেও আইএমএফের জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধির ঐ চাপের কাছে সরকার যে নতি স্বীকার করতে যাচ্ছে, অর্থমন্ত্রীর সাম্প্রতিক মন্তব্য তার প্রমাণ। কেবল তাই নয়, বিদেশী মুদ্রার রিজার্ভ বজায় রাখার অর্থমন্ত্রীর প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাও এর সঙ্গে জড়িত। ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান দারুণভাবে কমে যাওয়ায় দেশে ডলারের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। এই ডলার সংকটে বাংলাদেশ ব্যাংক হস্তক্ষেপ না করায় বেসরকারি ব্যাংকগুলো এ নিয়ে রীতিমতো ফটকাবাজারি খেলছে। এই ডলার সংকট সামাল দিতেই অর্থ মন্ত্রণালয় জ্বালানি মন্ত্রণালয়কে জ্বালানি আমদানিতে ব্যাংক ঋণ নিতে এতদিন অনুমতি দেয়নি। অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের অব্যবস্থাপনা তো বটেই, অর্থমন্ত্রীর এসব পদক্ষেপই জ্বালানি সংকটকে এতো তীব্র করে তুলেছে। আর এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে জ্বালানি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বিএনপি ব্যবসায়ীদের মুনাফা করে দেয়া। আর এর দায় বহন করতে হচ্ছে দেশের মানুষকে, কৃষককে, কৃষিক্ষেত্রকে। এই জ্বালানি সংকটের কারণে দেশের ইরি-বোরো চাষ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে এই সব দায় মন্ত্রীদের ওপরই বর্তাবে। জ্বালানি উপদেষ্টা বলেছেন, সংকট কাগজে আছে বাস্তবে নেই। কিন্তু সত্যি হলো জ্বালানি সংকটের চিত্র কাগজের চেয়ে বাস্তবে আরো অনেক বেশি ভয়ঙ্কর।

গেলবার গেছে সারে, এবার যাবে তারে

'আগেরবার গেছে সারে, এবার যাবে তারে।' বিদুৎ সংকট নিয়ে এই নতুন স্লোগান উঠেছে। বিদ্যুতের প্রশ্নে ইতিমধ্যে প্রাণ দিয়েছে কানসাটের ১০ জন কৃষক। রীতিমতো গণঅভ্যুত্থান ঘটে গিয়েছিল সেখানে। কানসাটের গোলাম রব্বানী রাজনৈতিক দল না করেও জনগণের নন্দিত নেতা।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানির প্রশ্ন নিয়ে গত ৮ ফেব্রুয়ারি ১৪ দল দেশব্যাপী বিক্ষোভ করেছে। হরতাল করেছে ১৫ ফেব্রুয়ারি। রাজনৈতিক প্রশ্ন, বিশেষ করে নির্বাচনের প্রশ্ন এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু মূল দাবিটি ছিল বিদ্যুৎ আর জ্বালানি সংকট নিয়ে।

বিদ্যুৎমন্ত্রী বিদ্যুৎ নিয়ে হতাশা প্রকাশ করে বলেছেন, আমলাতন্ত্রের কারণে কিছুই করা সম্ভব হচ্ছে না। জানা গেছে, বিদ্যুৎ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয়ে হয় না। হয় প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব কামাল সিদ্দিকীর নেতৃত্বে গঠিত কমিটিতে। আর অর্থমন্ত্রীর মতো কামাল সিদ্দিকীর তোঘলকি কারবারের কথা সবার জানা। সে কারণে জ্বালানি মন্ত্রণালয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিলেও প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে এসে সেসব বাতিল হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে তালিকা ধরিয়ে দেয়া হয়েছে মন্ত্রণালয়কে। কিন্তু ইতিমধ্যে সময় পার হয়ে সরকার এখন শেষ বছরে। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে তাদের যোগ মাত্র ১০০ মেগাওয়াট। টঙ্গিতে একটিমাত্র বিদ্যুৎ স্টেশন উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেটাও চালু করার পরপরই বন্ধ হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী সংসদে জানিয়েছেন যে, এখন প্রতিদিন ৮০০ মেগাওয়াট লোডশেডিং চলছে। গরমের সময় এই লোডশেডিং ২০০০ মেগাওয়াটে পৌঁছার সম্ভাবনা।

বিদ্যুতের অভাবে কৃষকরা বিদ্যুৎচালিত পাম্পগুলো এখন ডিজেল দিয়ে চালাচ্ছে। ফলে জ্বালানি সংকটে যুক্ত হয়েছে নতুন মাত্রা। বিদ্যুৎ সংকটের কারণে পল্লী বিদ্যুতের বেহাল অবস্থা। তারা বিদ্যুৎ সরবরাহ বহাল রাখতে পারছে না। কিন্তু বিদ্যুৎ দিতে পারুক বা না পারুক কৃষক ও গ্রামের মানুষের কাছ থেকে মিনিমাম চার্জ আদায় করছে। এ নিয়ে সারা দেশে চলছে পল্লী বিদ্যুৎ ঘেরাও ও বিক্ষোভ।

দেশের এই বিদ্যুৎ ঘাটতির বিষয় জাতীয় সংসদেও উত্থাপিত হচ্ছে। এবার শুধু বিরোধী দল নয়, সরকারি দলও বিদ্যুতের প্রশ্ন নিয়ে মারমুখী। তারা জানে, নির্বাচনের বছরে বিদ্যুৎ সংকট ভোটে বিরূপ প্রভাব ফেলবে।

সার নিয়েও জেরবের অবস্থা সরকারের। গ্যাস সংকটের কারণে দেশের সার কারখানাগুলোর উৎপাদন কম হয়েছে। আমদানি করা সার নিয়েও চলেছে কেলেঙ্কারি। সারের দামের প্রশ্ন নিয়ে ডিলাররা সার উত্তোলন বন্ধ রেখেছিল। এখন সার উত্তোলন করলেও তারা তাদের নির্ধারিত দাম ছাড়া সার দিতে রাজি নয়। সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন জায়গায় যে সার পৌঁছেছে সেটাও সরকারি দলের নেতা-কর্মীরা ভাগ করে নিয়ে নিচ্ছে। সারের দোকানগুলোতে এখন বড় লাইন। কৃষকরা বিক্ষোভ করছে এখন সর্বত্র। স্লিপ ছিনতাই, কর্মকর্তা মারধরের মতো ঘটনা ঘটছে। যেকোনো সময় সার নিয়েও বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

সারের পর তার এবং আবার সার- এই মিলিয়ে শাসনের শেষ বছরে খালেদা জিয়ার সরকার কি করবে পথ খুঁজে পাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত ঐ স্লোগানই না কার্যকর হয়ে যায়।